দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 14 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ...

বগুড়া কৃষি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ম বহির্ভূতভাবে বাকৃবি'র সুযোগ-সুবিধা প্রদান

বাকৃবি থেকে সংবাদদাতা ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের শিক্ষকরা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে বগুড়া কৃষি কলেজের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে বার্ষিক টিউশন ফি বাবদ ৮৫৫১ টাকা করে হাতিয়ে নেয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। খোদ কৃষি কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই এই অভিযোগ করেছে। একটি সূত্র জানায়, কৃষি অনুষদের তীন প্রফেসর ডঃ স. ম. আলতাফ হোসেনকে প্রধান করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কয়েকদফা বৈঠক করে উক্ত টিউশন ফি নির্ধারণ করেছে।

জানা যায়, বিগত সরকারের আমলে অনুমোদনপ্রাপ্ত বগুড়া কৃষি কলেজের প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অপ্রতুলতা, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে বিগত তিন বছর যাবৎ ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয় এবং কলেজ প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মাথায় কলেজটিকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। কলেজের প্রশাসনিক অব্যবস্থার কারণে গত তিন বছর যাবৎ সকল বর্ষের বার্ষিক চূড়ান্ত পরীক্ষাগুলো সাকৃবি ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হত। সম্প্রতি বগুড়া কৃষি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বাকৃবি'র নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের অনুরূপ বাকৃবি প্রশাসন কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ক্লাস নেয়া ও আবাসিক হলগুলোতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নয় কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস রুম, ল্যাবরেটরী ব্যবহার এবং শিক্ষকদের ক্লাস নেয়ার ঘটনা দেশের অন্য কোথাও নেই। কৃষি অনুষদের নজিরবিহীন এই সিদ্ধান্তে বাকৃবি'র সচেতন শিক্ষক মহল ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মাঝে চাপা ক্ষোভ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এদিকে কৃষি কলেজের কয়েকজন ছাত্র নাম প্রকাশ না করে বলেন, ক্লাস পরীক্ষার জন্য তাদের কাছ থেকে বার্ষিক ফি ৮৫৫১ টাকা সম্পূর্ণ আদায় করা হলেও তারা কোন ক্লাস করার সুযোগ পায়নি। টিউশন ফি পরিশোধ করার শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০ মে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আলাদা সময় দিয়ে কৃষি কলেজের শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিতে পারবেন কিনা এ নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদে ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষ থেকে সেমিস্টার সিস্টেম চালু হওয়ায় কৃষি অনুষদের শিক্ষকদের ব্যস্ততা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। চলতি ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষের নবীন ছাত্রছাত্রীদের জুন মাসে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষে ক্লাস শুরু হলে এই ব্যস্ততা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে স্বয়ং শিক্ষকরাই বিভিন্ন ক্লাসে বলছেন। এমতাবস্থায় কিভাবে কলেজের শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেয়া হবে তা কারও বোধগম্য নয়।